সংবাদ

তারিখ 12 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের ১১ কোটি পাঠ্যবই ছাপায় অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি

রাকিব উদ্দিন

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ছাপা হচ্ছে প্রাথমিক-শিক্ষা স্তরের সব পাঠ্যবই। আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সব পাঠ্যবই ছাপতে দাতা সংস্থার অর্থায়ন পাওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত। আগামীতে প্রাথমিকের প্রায় ১১ কোটি কপি বইয়ের জন্য ৩০০ কোটি টাকা সহায়তা করছে দু'টি দাতা সংস্থা। পাঠ্যবই ছাপার এই অর্থ নেয়া হবে সরকার ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি)-৩ মাধ্যমে। এতে আগামী বছর থেকেই আন্তর্জাতিক দরপত্র হবে দাতা সংস্থার শর্তানুযায়ী। চলতি শিক্ষাবর্ষে দরপত্র হয়েছে সরকারি ক্রয় নীতিমালা (পিপিআর) অনুযায়ী।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল সংবাদ'কে বলেন, দেশীয় মুদ্রণ সংস্থার স্বার্থ রক্ষা ও বইয়ের মান আরও উন্নত করার পরিকল্পনা তুলে ধরে বিশ্বব্যাংকের কাছে লিখিত প্রস্তাব তুলে ধরেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। দাতা সংস্থার অর্থায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ সংবাদ'কে বলেছেন, আগামীতে পাঠ্যবই ছাপতে অর্থ নেয়া হবে পিইডিপি-৩ থেকে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৮ হাজার কোটি টাকা। তিনি জানান, বিভিন্ন সময়েই বইয়ের কাগজ কেনায় অর্থায়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। এক পর্যায়ে

ছাপায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ছাপায় : অর্থায়ন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়। ফলে সরকারকেই নিজস্ব টাকা থেকে বিশাল এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। এনসিটিবি সূত্র জানায়, গত দুই বছর আন্তর্জাতিক দরপত্রে বিনামূল্যে চাররঙা পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণ হয়েছে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে। এর আগে সব সময়েই প্রাথমিকের বইয়ের কাগজ কেনায় অর্থায়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক এ খাতে অর্থায়ন বন্ধ করলে সরকার নিজস্ব টাকা থেকে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তিন কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেয়া হয় ২২ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ কপি বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই। এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে সোয়া ৬শ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১০ কোটি ৩৫ লাখ বই ছাপতে সরকারের খরচ হয়েছে ২৬২ কোটি টাকা। এবারই প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরের সব শিশু পেয়েছে অফসেট পেপারে হিট লেমিনেটিংয়ে তৈরি চাররঙা বিষয়ভিত্তিক ছবিসংবলিত ঝকঝকে পাঠ্যবই। এ বই বৃষ্টিতে ভিজে না, সহজে ছিঁড়েও যায় না। বাফার স্টকের (পুরনো) বেশ কিছু বই এনসিটিবি'তে থাকায় চলতি বছর পাঠ্যবই কিছুটা কম ছাপা হয়েছে। গত ২৩ কোটি ৬৮ লাখ ২০৩ কপি ছাপা হয়েছিল। এবার পাঠ্যবই সরাসরি উপজেলায় পৌঁছে দিয়েছে মুদ্রাকররা। ফলে পহেলা জানুয়ারি থেকেই সময়মতো দেশের সব ছাত্রছাত্রী পাঠ্যবই পেয়েছে। অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইকে আরও আকর্ষণীয় করতে চার রঙের পাঠ্যবই ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি। গত বছর প্রাথমিকের দু' শ্রেণীর কিছু বই ছাপার কাজ আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছেপে ইতিবাচক ফল পাওয়ায় এবার সরকার পুরো কাজ একইভাবে করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চার রঙের পাঠ্যবইয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্রে গত বছর ভারতীয় তিনটি প্রতিষ্ঠান কাগজ সরবরাহ, মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ করেছে। চলতি বছর আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপা বইয়ের প্রায় ৬০ ভাগ কাজ পায় দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং তারা যথাসময়ে সব বই সরবরাহ করেছে। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক দরপত্রের ৯৫টি লটের মধ্যে দেশীয় পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠানই পায় ৬৩টি লটের কাজ। ৩২টি লটের কাজ পায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কাজ পায়নি ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশীয় প্রতিষ্ঠান আনন্দ প্রিন্টার্স ১৫টি এবং হাসান বুক ডিপো (সরকার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান) ২৭টি লটের কাজ পেয়ে যথা সময়ে সব বই সরবরাহ করেছে। ফলে এবার নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহ করায় তা বিতরণ নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। দাতা সংস্থার অর্থায়নে পাঠ্যবই ছাপার বিষয়ে আনন্দ প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী রব্বানী জব্বার এবং সরকার গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী আবু নাসের সরকার সংবাদ'কে বলেছেন, যথাসময়ে মানসম্পন্ন পাঠ্যবই শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার স্বার্থে আমরা অবশ্যই সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাব এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করব। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন জানিয়েছেন, চলতি বছর প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৬২ কোটি টাকা। এই অর্থ সরকারের নিজস্ব ফান্ড থেকে নেয়া হয়েছে। আর আগামীতে দাতা সংস্থার গাইড লাইন বা পরামর্শে বই ছাপার পুরো কাজ বাস্তবায়ন করবে এনসিটিবি।